গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বস্ত্র আইন, ২০১৬ (খসড়া)

যেহেতু বস্ত্রখাতের টেকসই উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান, বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও রপ্তানি বৃদ্ধি, বস্ত্রশিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান, আধুনিকায়ণ, সমন্বয় ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির বিষয়ে আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ:**

(১) এই আইন “বস্ত্র আইন, ২০১৬” নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে;

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

০২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ‘‘বস্ত্র (Textiles)” বলিতে উদ্ভিদজাত, প্রাণিজাত, খনিজজাত ও কৃত্রিম তন্তু বা আঁশ হইতে প্রস্তুত যে কোন বস্ত্র পণ্যকে বুঝাইবে;

(২) “উদ্ভিদজাত তন্তু” বলিতে উদ্ভিদের ছাল-বাকল, ফুল ও ফল হইতে প্রস্তুত কৃত তন্তু যেমন-পাট ও পাট জাতীয় আঁশ, তুলা, নারিকেল ছোবড়া,কলা,বাঁশ ও অন্যান্য উদ্ভিদের আঁশ ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৩) ‘‘প্রাণিজাত তন্তু’’ বলিতে প্রাণির শরীর হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৪) ‘‘খনিজজাত তন্তু’’ বলিতে খনিজ পদার্থ হইতে উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৫) ‘‘কৃত্রিম তন্তু’’ বলিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত তন্তু যেমনঃ পলিয়েস্টার, নাইলন, এক্রাইলিক, ভিসকস ও সিনথেটিক জাতীয় তন্তু ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৬) “এলাইড টেক্সটাইল” বলিতে বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট উপকরণ, যাহা বস্ত্র অথবা তৈরি পোশাকের যে কোন স্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(৭) ‘‘বস্ত্রশিল্প” বলিতে বস্ত্র বা তৈরি পোশাক , বস্ত্রখাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপাদান উৎপাদন, বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ, বায়িংহাউজসহ সকল কার্যক্রম এবং এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে। তবে, বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নহে এমন স্থানীয় বাজারে খুচরা ও পাইকারী বস্ত্র ব্যাবসা এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম এই আইনের আওতা বহির্ভুত থাকিবে;

(৮) “বস্ত্রখাত(Textile sector)’’ বলিতে উপ-অনুচেছদ ২(১) ও ২(৭) কে বুঝাইবে;

(৯) ‘‘বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর’’ বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(১০) ‘‘পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority) ” বলিতে বস্ত্রশিল্পের “পোষক কর্তৃপক্ষ ” হিসাবে বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর বুঝাইবে;

(১১) ‘‘নিবন্ধন ’’ বলিতে এই আইনের ধারা-৬ এর অধীন নিবন্ধনকে বুঝাইবে;

(১২) “বস্ত্র খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি ” বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তন্তু বা আঁশ হইতে সুতা, সুতা হইতে কাপড়, উইভিং, নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, তৈরি পোশাক, এক্সসরিজ প্যাকেজিং, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিকে বুঝাইবে;

(১৩) “মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী” বলিতে সরকার কতৃর্ক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত যে কোন ল্যাবরেটরী বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১৪) ‘‘সরকার’’বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(১৫) ''আপীল কর্তৃপক্ষ''বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(১৬) "পরিচালক/মহাপরিচালক'' বলিতে বস্ত্র পরিদপ্তরের/অধিদপ্তরের পরিচালক/মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(১৭) ''বিধি'' বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিকে বুঝাইবে;

(১৮) ''ব্যক্তি'' বলিতে বস্ত্রশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(১৯) ''প্রতিষ্ঠান'' বলিতে এক বা একাধিক ফার্ম, একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত নিবন্ধিত সংঘ, 'কোম্পানি আইন-১৯৯৪' এর আওতায় নিবন্ধিত কোম্পানি অথবা আইনের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন সত্তা (entity) কে বুঝাইবে;

(২০) "ব্যাবসায়ী সংগঠন" বলিতে সরকারি বিদ্যমান বিধি বিধানের অধীনে নিবন্ধনকৃত সংগঠনকে বুঝাইবে;

(২১) "বিটিএমসি" বলিতে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) কে বুঝাইবে;

(২২) "রাষ্ট্রয়াত্ব বস্ত্রমিল" রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্ত্র মিলসমূহকে বুঝাইবে;

(২৩) "ওয়ান স্টপ সার্ভিস'' বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সেবা ও সকল প্রকার লাইসেন্স প্রদানকারী মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার কর্তৃক বস্ত্র পরিদপ্তরে/অধিদপ্তরে গঠিত কেন্দ্রের কার্যক্রমকে বুঝাইবে;

(২৪) "হেল্প ডেস্ক'' বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বস্ত্র উৎপাদন , প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়,পরিবহন,বাজারজাতকরণ,বিতরণ, সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর গঠিত ইউনিটকে বুঝাইবে;

(২৫) "কমপ্লায়েন্স'' বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী অনুসরণযোগ্য করণীয়কে বুঝাইবে;

(২৬) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(২৭) "কম্পোজিট" বলিতে তৈরি পোশাকসহ যে কোন দুই বা ততোধিক খাত অথবা উপখাতের প্রক্রিয়াকরণকে বুঝাইবে।

০৩। **রাষ্ট্রয়াত্ত বস্ত্রমিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি**

(১) সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরাকরীকরণ নীতির আওতায় হস্তান্তরিত ও বি ক্রিত বস্ত্র মিলসমূহ সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লংঘন করিলে সরকার উহা পুনঃগ্রহণ (take back) করিতে পারিবে;

(২) পুন:গ্রহণকৃত (take back) বস্ত্রমিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উহা চালুর জন্য সরকার বিটিএমসি'র নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবে;

(৩) সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপ (পিপিপি), দেশীয় যৌথ উদ্যোক্তাদের সাথে এবং জি-টু-জি এর ভিত্তিতে দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে রাষ্ট্রায়ত্ব বস্ত্রকলসমূহ আধুনিকায়ণ এবং নতুন বস্ত্রমিল স্থাপন করা যাইবে;

(৪) রাষ্ট্রয়াত্ব বস্ত্রমিলগুলোর অব্যবহৃত জমি পিপিপি বা সরকা র প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে বস্ত্রশিল্প অথবা সরকারের বিবেচনায় অন্য কোন উপযুক্ত কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

০৪। **বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান**

(১) বস্ত্রখাতে বস্ত্রশিল্পের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ (Forward & Backward linkage) শিল্প, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড গার্মেন্টস প্যাকেজিং, এলাইড টেক্সটাইল স্থাপনে সরকার সহায়তা প্রদান করিবে;

(২) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বস্ত্র উৎপাদন , প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন, বিতরণ,বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য ' "হেল্প ডেস্ক'' এবং ইউটিলিটি সেবা সহ অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করিবে, যাহার কার্যক্রম বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) বস্ত্র পণ্য রপ্তানি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও সহয়তা প্রদান করিবে।

০৫। **মাননিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়:**

(১) আমদানিকৃত বস্ত্র উপকরণ যে কোন পর্যায়ে বাজারজাত করিবার সময়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন আমদানিকারকের নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহার মান যাচাই করিতে পারিবে। মান নিরুপনের বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে;

(২) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বস্ত্র পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল, অথবা প্যাকেজিং এর জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ করা যাইবে না। উক্ত কাঁচামাল অথবা কেমিক্যাল দ্বারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন পণ্য প্রস্তুতপূর্বক স্থানীয়বাজারে বিক্রি ও বাজারজাতকরণ করা যাইবে না;

(৩) নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্প অথবা উক্ত শিল্পের সাবকন্ট্রাক্টিংহিসাবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী নিরাপত্তা ও কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(৪) বস্ত্র উৎপাদনের সকল ধাপে ব্যবহৃত যে কোন উপকরণ যাচাই বা পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ল্যাবরেটরী সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে।

০৬। **নিবন্ধন:**

(১) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বস্ত্রশিল্প সমূহকে এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা অথবা পোষক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। অনলাইনেও নিবন্ধনের আবেদন করিতে পারিবে। ইত:পূর্বে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্রশিল্পের নিবন্ধন কার্যকর থাকিবে।

(২) পোষক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ব্যতিত কোন বস্ত্রশিল্প পরিচালনা করা যাইবে না;

(৩) সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিবন্ধন বা নবায়ন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে। নিবন্ধন বা নিবন্ধন নবায়ন বাবদ প্রাপ্ত ফি সরকারি খাতে জমা হইবে;

(৪) নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প বা প্রতিষ্ঠান সরকারি, আধা-সরকারি, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডবডি, এসোসিয়েশন, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদেয় সুবিধাদী প্রাপ্য হইবে;

(৫) উপ-ধারা ৬(১) এর আওতায় প্রদত্ত নিবন্ধন নিম্নবর্ণিত কারণে স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে:

(ক) মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন গ্রহণ করিলে;

(খ) নিবন্ধনের কোন শর্ত লংঘন করিলে;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিলম্ব ফি ব্যতীত নিবন্ধন নবায়ন না করিলে;

(ঘ) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন হইলে।

(৬) নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিতের কারণে কোন লোকসান বা ক্ষতির জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না;

(৭) উপ-ধারা ৬(১) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধনের মেয়াদ ও নবায়ন নিম্নরূপভাবে করা যাইবে:

(ক) নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ০৫(পাঁচ) বৎসর। তবে উক্ত নিবন্ধন মেয়াদ উত্তীর্ণের ০৩ (তিন) মাস পূর্বে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া নবায়ণযোগ্য হইবে;

(খ) উপ-ধারা ৬ (১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করত : নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ণ করিবে এবং বিধানাবলী প্রতিপালিত না হইলে আবেদন নামঞ্জুরের কারণ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে;

(গ) পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধনের মূলকপি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আবেদন করিলে ডুপ্লিকেট নিবন্ধন প্রদান করা হইবে।

৭। **বস্ত্রখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন:**

(১) বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও মানবসম্পদ **উন্ন**য়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় শি ক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রশিক্ষণের (মিল ট্রেনিংসহ) ব্যবস্থা করিবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাবসায়ী সংগঠন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(২) সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ, কারিকুলাম প্রণয়নে ও তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর সমন্বয়কারী (co-ordinator) হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে;

(৩) উপ-ধারা ৭(২) এর ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত চাহিদাভিত্তিক সমজাতীয় কারিকুলাম প্রণয়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বস্ত্র পরিদপ্তর /অধিদপ্তরকে সমন্বয়কারি (co-ordinator) হিসাবে সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(৪) বস্ত্র পরিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ , টেক্সটাইল ইন স্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশাসনিক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর পালন করিবে;

(৫) বস্ত্রখাতে দক্ষ প্রশিক্ষক ও জনবল তৈরির জন্য Textile Training Center (TTC) স্থাপন করা যাইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি বস্ত্রশিল্পের জনবলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে;

(৬) বেসরকারি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান ,যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা যাচাই এর নিমিত্তে বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(৭) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপ (পিপিপি) এর অধীনেও বস্ত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে;

(৮) সরকার বস্ত্রখাতের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির (Skill Development) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

০৮। **গবেষণা, তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও তথ্য সংরক্ষণ:**

(১) বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য সরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে। বস্ত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে। প্রয়োজনে পিপিপি এর মাধ্যমেও স্থাপন করা যাইবে।

(২) বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর অথবা সংস্থা অথবা ব্যাবসায়ী সংগঠন হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন করিবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর অথবা সংস্থা অথবা অথবা ব্যাবসায়ী সংগঠন সমূহ বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তরকে চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করিতে সহযোগিতা করিবে;

(৩) বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর সংরক্ষিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিবে এবং নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্পের তালিকা, বস্ত্র আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানির তথ্যসহ অন্যান্য তথ্যসম্বলিতপুস্তিকা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশ করিবে;

(৪) তথ্য ভান্ডার হইতে বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা যাইবে।

০৯। **পরিদর্শন, তথ্যাদি প্রদান ও মূল্যস্থিতিকরণ:**

(১) সরকার ও পোষক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মোতাবেক বস্ত্রশিল্প পরিদর্শন করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(২) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরকার সুতা ও বস্ত্রের মজুদ কার্যক্রম, বাজারজাতকরণ এবং মূল্য স্থিতিকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজন মনে করিলে সময় সময় নির্দেশনা জারী করিবে;

(৩) পরিদর্শনের জন্য পোষক কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলগত সক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সরকার গ্রহণ করিবে।

১০। **পোষক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী:**

বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট চাহিদাকৃত যে কোন সহায়তা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী।

১১। কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

(১) পোষক কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইলে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবে;

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা ১১(১) এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত আপীল ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **ক্ষমতা অর্পণ:**

সরকার আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৪। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা:**

সরকার আদেশ দ্বারা, কোন ব্যক্তি, বস্ত্র ও বস্ত্রপণ্য উৎপাদনকারী, আমদানি-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান বা আদেশের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৫ । **অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারের ক্ষমতা:**

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(২) বস্ত্র পরিদপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬.০৫.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে পোষক কর্তৃপক্ষ হি সাবে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করিয়াছে তাহা এই আইনের আওতায় সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকা রি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।